তারিখ ...12 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

চট্টগ্রাম ভার্সিটি সংকট ঘনীভূত হচ্ছে

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ঃ চট্টগ্রাম, ১১ মার্চ।-চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কট ক্রমশ ঘণীভূত হচ্ছে। অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিনকে ভাইস চ্যান্সেলর পদ থেকে অব্যাহতি দান ও নতুন ভিসি নিয়োগের প্রতিবাদ, ৬৩ জন শোকজপ্রাপ্ত ছাত্রের বহিষ্কারসহ ৬ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সর্বদলীয় ছাত্রএক্য ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে।

ভিসি নিয়োগের প্রতিবাদে ছাত্রঐক্য গত ৩০ ডিসেম্বর ধর্মঘটের ডাক দেয়। শীতকালীন ছুটি শেষে গত ১ জানুয়ারি ভার্সিটি খুললেও কার্যতঃ এখনও কোন ক্লাস হয়নি। তবে ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ বলেছে, কিছু কিছু ক্লাস হচ্ছে। অন্যদিকে সিরাজউদ্দিনের অপসারণের প্রতিবাদে শিক্ষক সমিতির একটি অংশ ১ জানুয়ারি থেকে কর্মবিরতি পালন করছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবির বিগত এক বছর যাবৎ ভিসি আলমগীর সিরাজ-উদ্দিনের অপসারণের দাবীতে আন্দোলন করে আসছে। এ কারণে গত বছরে ২১১ দিন ভার্সিটিতে কোন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়নি। তাছাড়া প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডেও স্থবিরতা দেখা দেয়। গত ৩০ ডিসেম্বর সাবেক ভিসিকে অব্যাহতি দান করে আর আই চৌধুরীকে ভাইস চ্যান্সেলর, বদিউর আলমকে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর নিয়োগ করা হয়।

সাম্প্রতিক ধর্মঘটের কারণে ভার্সিটির বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ভার্সিটির এক নম্বর গেটে ভার্সিটি গাড়ি চলাচলে ধর্মঘটী ছাত্ররা বাধা সৃষ্টি করছে। এদিকে অনার্স ১ম বর্ষ এবং মাস্টারস ১ম বর্ষের ভর্তি শুরু হয়েছে। কিন্তু দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীরা যানবাহনের অভাবে সীমা-হীন কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছে।

ভার্সিটির বাস ও শাটল ট্রেন চালু করার দাবীতে সাধারণ ছাত্ররা ১১ জানুয়ারি ভার্সিটি কর্তৃপক্ষের কাছে ৯ দফা দাবী সংবলিত একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। অপর দিকে সর্বদলীয় ছাত্র-ঐক্য আবাসিক হলগুলো বন্ধ রেখে ক্লাস চালু করার দাবী জানিয়েছে। কিন্তু ছাত্র শিবির এর তীব্র বিরোধিতা করছে।

এমতাবস্থায় সরকার ভার্সিটির পরি-বেশ স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু ছাত্র সংগঠনগুলো পারস্পরিক বিরোধিতার কারণে সে সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে গেছে।